জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২	১	-	১	১	১	২ বছর (৪২.৮৬%)	২	(৯.৯৪%)-(৮১.৮২%)

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত মেয়াদকাল	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
১	২	৩	৪	৫
১.	Digitalization of Bangladesh Public Adiministration Training Centre (DBPATC) (Revised)	১১৩০.৪৫	অক্টোবর ২০১২-জুন ২০১৫	--
২.	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ (তৃতীয় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)	৭২৫১.৪৩	নভেম্বর ২০০৮-জুন ২০১৫	১। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালকের বদলী। ২। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করা যায়নি।

০৩। সমস্যা ও সুপারিশঃ

এডিপি সেক্টরঃ জনপ্রশাসন

(ক) "Digitalization of Bangladesh Public Adiministration Training Centre (DBPATC) (Revised)" শীর্ষক প্রকল্প

সমস্যা	সুপারিশ
১. প্রকল্প কালীন পূর্ণ মেয়াদে কোন জনবল নিয়োজিত ছিল না। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজে নিযুক্ত ০৮ জন (প্রকল্প পরিচালক ও উপ প্রকল্প পরিচালকসহ) জনবলের সবাই নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে তাদের জন্য নিয়মিত কাজের অতিরিক্ত প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সংস্থান করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। প্রকল্পে নিয়োজিত জনবলের মধ্যে প্রোগ্রামার ছাড়া কেউই আইসিটি ব্যাক গ্রাউন্ডের ন য়। ফলে সম্পূর্ণ আইসিটি বেইজড এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে	১. প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং এবং সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রকল্পে পূর্ণ মেয়াদে জনবলের (বিশেষ করে প্রকল্প পরিচালক এবং উপ/সহকারী প্রকল্প পরিচালক) সংস্থান রাখা আবশ্যক । এছাড়া এ জাতীয় প্রকল্পে দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করে বাস্তবায়নকালীন সময়ের জন্য নিয়োগ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালকের বদলী যতদূর সম্ভব পরিহার করা সমীচীন ।

সমস্যা	সুপারিশ
বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্প পরিচালকের বদলীর কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়।	

(খ) "বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ (তৃতীয় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত" শীর্ষক প্রকল্প

৪. সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বি পিএটিসি-এর সকল অনুষদ সদস্য এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় , মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ , পরিকল্পনা কমিশন , আইএমইডি, অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ) সার্বিক সামর্থ্য ও দক্ষতার বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে-২ এ বর্ণিত থাকলেও বেশিরভাগ কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ক্যাবিনেট ডিভিশন, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভা গের প্রতিনিধির অংশগ্রহণের হার খুবই নগণ্য পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে প্রকল্পের এ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।	৪. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের উন্নয়নের লক্ষ্যে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের আবশ্যকতা রয়েছে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বা জনপ্রশাসন বলতে শুধুমাত্র একটি বা সীমিত সংখ্যক ক্যাডারকে বুঝায়না উপরোক্ত সরকারের সকল ক্যাডারের সমষ্টিগত কর্মকর্তাগোষ্ঠীকে বুঝায় যাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। তাই প্রকল্পের মাধ্যমে কর্তকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ-সকল ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য যৌক্তিক সমতারভিত্তিতে নির্ধারণ করে ভবিষ্যত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বিশেষ করে এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশাসন ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিভিল সার্ভিসের সংশ্লিষ্ট ক্যাডারদের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।
৫. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম হিসেবে Foundation Training Course (FTC), Advanced Course on Administration and Development (ACAD) এবং Senior Staff Course (SSC) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কিন্তু এসব কোর্সের মধ্যে শুধুমাত্র এফটিসি তে সব ক্যাডারের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে র সুযোগ থাকলেও অন্য ২টি কোর্সে (এসিএডি এবং এসএসসি) সে সুযোগ না থাকায় তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি /উন্নয়ন সে হারে হচ্ছেনা। অথচ এ দুটি বৈদেশিক প্রশিক্ষণে মোট ৩৭৪৫.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ব্যয়ের ৭৭.৬৮%। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য (উদ্দেশ্য-১) যথাযথভাবে অর্জিত হচ্ছেনা মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে।	৫. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং প্রকল্পের উদ্দে শ্য যথাযথভাবে প্রতিফলনের নিমিত্ত ভবিষ্যতে বিপিএটিসি'র বিশেষায়িত কোর্সে (এসিএডি এবং এসএসসি) সব ক্যাডারের কর্মকর্তদের অংশগ্রহন নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

"বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ (তৃতীয় পর্যায়) **(৩য় সংশোধিত)**" **শীর্ষক প্রকল্পের** সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, **২০১৫** খ্রিঃ)

১। প্রকল্পের নামঃ "বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ (তৃতীয় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত"।

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার (বিপিএটিসি)।

৪। প্রকল্পের অবস্থানঃ বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার (বিপিএটিসি), সাভার , ঢাকা।

৫। প্রকল্পের অর্থায়নঃ জাপান সরকারের ঋণ মওকুফ তহবিল (জেডিসিএফ)।

৬। প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৪০০০.০০	৭৩০০.০০	৭২৫১.৪৩	নভেম্বর ২০০৮ হতে জুন ২০১৩	নভেম্বর ২০০৮ হতে জুন ২০১৫	নভেম্বর ২০০৮ হতে জুন ২০১৫	৩২৫১.৪৩ (৮১.৮২%)	২ বছর (৪২.৮৬%)

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রশিক্ষণ পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি ও কর্মদক্ষতার উপর ইতিবাচক প্রভাব রাখে। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সরকা রি কর্মকর্তাদের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, আইন, উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য সিনিয়র স্টাফ কোর্স (এসএসসি), এডভান্স কোর্স অন এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এসিএডি) এবং কিছু কিছু পেশাভিত্তিক বিষয়ের উপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও, এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনাপূর্বক গবেষণার ফলাফল সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালার মাধ্যমে প্রচার/অবহিত করে। বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত আরপিএটিসিগুলো সরকা রি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ২য় থেকে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

উ ল্লেখ্য, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা বিশেষ করে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, বাজার অর্থনীতি, উন্নয়ন অর্থনীতি, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে কর্মকর্তাদের আরও গতিশীল, পেশাগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং কর্মদক্ষ করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে অনুভূত হয়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) দেশ-বিদেশে

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের পেশাদারিত্ব জ্ঞান ও সামর্থ্য বৃদ্ধি, সেবক হিসেবে জনগণের স্বার্থরক্ষা, জনগণের অধিকার রক্ষায় ব্রতী হওয়া, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুসংহত করা, উন্নয়ন এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিপূর্বক ভবিষ্যত প্রশিক্ষণ চাহিদা মিটানোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে বিপিএটিসি'র উদ্যোগে **'বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ'** এবং **'বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়)'** শীর্ষক দুটি প্রকল্প ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত হয়। এসব প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় **'বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ (৩য় পর্যায়)'** শীর্ষক প্রকল্পটি গত নভেম্বর, ২০০৮ থেকে বাস্তবায়ন করে আসছে।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ

১. রুপকল্প ২০২১ অর্জনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন;

২. সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিপিএটিসি -এর সকল অনুষদ সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ক্যাবিনেট ডিভিশন, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভা গ) সার্বিক সামর্থ্য ও দক্ষতার বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন;

৩. জনপ্রশাসন, উন্নয়ন প্রশাসন, নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট , টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট , তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র বিমোচন কৌশল প্রভৃতি সমসাময়িক গু রুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর গবেষণা পরিচালনা;

৪. বিপিএটিসি'র কোর কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অনুষদ সদস্যবৃন্দকে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জনপ্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত করানো;

৫. বিপিএটিসি'র আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সকে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে পরিণত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা; এবং

৬. লোক-প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনার সা থে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত সেন্টারসহ অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা।

৮। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম এবং এর বিপরীতে প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ

ক্রঃ নং	মূল কার্যক্রমের বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়
১.	শিক্ষা সফরঃ		
	ক. এসএসসি	৫০৯ জন	১১৬০.৮২
	খ. এসিএডি	১৩২১ জন	২৫৮৫.১৫
	গ. টপ থাটি অব এফটিসি	৬২০ জন	১০৭৬.২৮
২.	শর্ট কোর্স	১২৯ জন	৫৭১.২১
৩.	ডিপ্লোমা	৩ জন	৩২.৪৮
৪.	মাস্টার্স	১৪ জন	৩০৭.২৪
৫.	গভঃ ভ্যাট এন্ড ট্যাক্স ফর ওটিপি	থোক	৭৪৭.২৮
৬.	লোকাল/ ফিড ব্যাক সেমিনার/ ওয়ার্কশপ	থোক	১০৬.৯৮
৭.	আন্তর্জাতিক সেমিনার	থোক	২০.০০

৯। প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

আলোচ্য বিনিয়োগ প্রকল্পটির মূল ডিপিপি ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অ র্থায়নে নভেম্বর ২০০৮ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য গত ২৪/১১/২০০৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে এর ব্যয় প্রাক্কলন ২২০০.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে ৬২০০.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করে গত ০৪/১০/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক ১ম সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। এরপর প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে ডিসেম্বর ২০১৩-তে উন্নীত করা হয়। অতঃপর প্রকল্পের ২য় সংশোধনে

মেয়াদ আরও ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত করা হয় এবং ব্যয় আরও ১১০০.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ প্রকল্পের ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে বাস্তবায়নকাল আরও ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে গত ০৩/০৫/২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের ৩য় সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরণ	দায়িত্বের মেয়াদকাল	
			আরম্ভ	সমাপ্তি
১।	জনাব সৈয়দ মাহবুব হাসান, অতিরিক্ত সচিব এমডিএস (প্রজেক্ট)	পূর্ণকালীন	২১/১২/২০০৮	১৬/০৮/২০০৯
২।	জনাব মেজবাহ উল আলম, অতিরিক্ত সচিব এমডিএস (প্রজেক্ট)	পূর্ণকালীন	১৯/০৮/২০০৯	২২/১১/২০১০
৩।	জনাব হোসাইন জামিল, অতিরিক্ত সচিব এমডিএস (প্রজেক্ট)	পূর্ণকালীন	২২/১১/২০১০	২৯/০৩/২০১১
৪।	জনাব মোঃ শফি-উল-আলম, যুগ্ম-সচিব, এমডিএস (প্রজেক্ট)	পূর্ণকালীন	২৯/০৩/২০১১	২৬/০৯/২০১১
৫।	জনাব আকরাম হোসাইন, যুগ্ম-সচিব,এমডিএস (প্রজেক্ট)	পূর্ণকালীন	১৮/১০/২০১১	২২/০৭/২০১৪
৬।	জনাব মোঃ জায়েদুল হক মোল্লা, অতিরিক্ত সচিব, এমডিএস (প্রজেক্ট)	পূর্ণকালীন	১১/০৮/২০১৪	প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তি পর্যন্ত

১১। বছরভিত্তিক এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ এবং প্রকৃত অগ্রগতির তথ্যঃ

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ			প্রকৃত অগ্রগতি			মন্তব্য
	জিওবি	প্রঃসাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃসাঃ	মোট	
২০০৮-০৯	১২০০.০০	-	১২০০.০০	১১৩৯.৫৪	-	১১৩৯.৫৪	
২০০৯-১০	১২২৫.০০	-	১২২৫.০০	১২২২.৮৭	-	১২২২.৮৭	
২০১০-১১	১২২০.০০	-	১২২০.০০	১১৮৫.৬৫	-	১১৮৫.৬৫	
২০১১-১২	১১৫৫.০০	-	১১৫৫.০০	১১৩৪.৯৭	-	১১৩৪.৯৭	
২০১২-১৩	১২৩৫.০০	-	১২৩৫.০০	১১০৭.৩৩	-	১১০৭.৩৩	
২০১৩-১৪	৯৩৮.০০	-	৯৩৮.০০	৭৮৭.৯৬	-	৭৮৭.৯৬	
২০১৪-১৫	৭২১.৬৮	-	৭২১.৬৮	৬৭৩.১১	-	৬৭৩.১১	
মোটঃ	৭৬৯৫.০০	-	৭৬৯৫.০০	৭২৫১.৪৩	-	৭২৫১.৪৩	

১২। <u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ</u>

মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বরাদ্দ, বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী খাতওয়ারী বিবরণ	আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি		পার্থক্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	গবেষণা ও প্রকাশনা ব্যয়	থোক	৪৪.৭০	১২ টি	৪৪.৭০	
২.	শিক্ষা সফরঃ					
	ক. এসএসসি	৫০৯ জন	১১৬০.৮২	৫০৯ জন	১১৬০.৮২	
	খ. এসিএডি কোর্স	১৩২১ জন	২৫৮৫.১৫	১৩২১ জন	২৫৮৫.১৫	

ক্রঃ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী খাতওয়ারী বিবরণ	আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি		পার্থক্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	গ. টপ ৩০ এফটিসি	৬২০ জন	১০৭৬.২৮	৬২০ জন	১০৭৬.২৮	
৩.	স্টাডি ভিজিট/ ভিজিট ফর নেগোশিয়েশন ইত্যাদি	৫১ জন	২২২.১৭	৫০ জন	২১৪.২২	(-)৭.৯৫
৪.	প্রশিক্ষণ/উচ্চ শিক্ষাঃ					
	ক. পিএইচডি	১ জন	৯৬.৮৩	১ জন	৯৬.৮৩	
	খ. মাষ্টার্স কোর্স	১৪ জন	৩০৭.২৪	১৪ জন	৩০৭.২৪	
	গ. ডিপ্লোমা কোর্স	৩ জন	৩২.৪৮	৩ জন	৩২.৪৮	
	গ. স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ	১২৯ জন	৫৭১.২১	১২৬ জন	৫৫৫.৯০	(-)১৫.৩১
৫.	বিমাণ ভাড়া বাবদ অতিরিক্ত বাজেট	থোক	৩৭.৪৩	থোক	৩৭.৪৩	
৬.	গভঃ ভ্যাট এন্ড ট্যাক্স ফর ওটিপি	থোক	৭২৭.২৮	থোক	৭৪৭.২৭	(-)০.০১
৭.	স্থানীয় প্রশিক্ষণ (বিপিএটিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারী)	থোক	৫৬.২৯	১০৮৯ জন	৫৪.২৭	(-)২.০২
৮.	এম. ফিল (স্থানীয়)	১ জন	৩.৬০	১ জন	৩.৬০	
৯.	পিএইচডি (স্থানীয়)	৩ জন	১৬.২০	১ জন	৩.৬০	(-)১২.৬০
১০.	টিকিউএম প্রকল্পের সাথে সংযুক্তি	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	
১১.	পিএসিসি এর সাথে সংযুক্তি	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	
১২.	বিয়াম এর সাথে সংযুক্তি	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০	
১৩.	লোকাল/ফিডব্যাক সেমিনার /ওয়ার্কশপ	থোক	১০৬.৯৮	৪৯ জন	১০৬.৮২	(-)০.১৬
১৪.	আন্তর্জাতিক সেমিনার /ওয়ার্কশপ	থোক	৪১.৮৭	থোক	১৯.৮৭	(-)২২.০০
১৫.	শিশুদের উন্নয়ন সেন্টার	থোক	৬.৫২	থোক	৬.৫২	
১৬.	পরিবহণ	থোক	৪৯.৫২	থোক	৪৮.৬০	(-)০.৯২
১৭.	পিআইও জনবলের বেতন	থোক	২৬.৮৫	থোক	২৬.৮৫	
১৮.	পিআইও এর জন্য ব্যয়	থোক	৪২.৮৮	থোক	৪২.৭০	(-)০.১৮
	উপমোট		৭২৪১.৩০		৭১৯২.৭৫	৪৮.৫৫
১৯.	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফট ওয়্যার	থোক	৩০.২৪	থোক	৩০.২৪	
২০.	সরঞ্জামাদি	থোক	১৯.৫০	থোক	১৯.৪৮	(-)০.০২
২১.	আসবাবপত্র	থোক	৩.৯৮	থোক	৩.৯৮	
২২.	শিশুদের উন্নয়ন সেন্টার	থোক	৪.৯৮	থোক	৪.৯৮	
	সর্বমোট		**৭৩০০.০০**		৭২৫১.৪৩ (৯৯.৩৩%)	(-)৪৮.৫৭

* প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৪৮.৫৭ লক্ষ টাকা । এর মধ্যে আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ খাতে ২২.০০ লক্ষ টাকা স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণে ৩ জনের জন্য ১৫.৩১ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকে। এছাড়া স্টাডি ভিজিট কম্পোনেন্ট এর আওতায় ইতালিতে অনুষ্ঠেয় জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের একজন মনোনীত প্রতিনিধি অংশগ্রহণ না করায় এ খাতে ৪.৬৭ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য খাতে কম মূল্যে দরপত্র মূল্যায়িত হওয়ায় অবশিষ্ট অর্থ অব্যয়িত থাকে। এ অব্যায়িত অর্থ নিয়মানুযায়ী সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ

১৩.১ সমাপ্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক কর্তৃক গত ২৯.১১.২০১৬ তারিখে প্রকল্প এলাকা বিপিএটিসি (সাভার, ঢাকা) পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় বিপিএটিসি'র এমডিএস (প্রজেক্ট) উপস্থিত ছিলেন।

১৩.২ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত এবং সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও বাস্তবায়ন সমস্যা নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক. শিক্ষা সফ রঃ

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের মধ্যে শিক্ষা সফরের আওতায় সিনিয়র স্টাফ কো র্সে (এসএসসি) ৫০৯ জন কর্মকর্তার জন্য, এসিএডি কোর্সে ১৩২১ জনের জন্য এবং ৬২০ জন টপ ৩০ এফটিসি কর্মকর্তার জন্য বৈদেশিক শিক্ষা সফর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখাতের অনুকূলে ব্যয়ের জন্য প্রকল্পে মোট ৪৮২২.২৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল যার সম্পূর্ণ অংশ ব্যয় করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে প্রশিক্ষনার্থীদের সাথে কোর্স ম্যানেজমেন্টের কর্মকর্তাবৃন্দ সম্পৃক্ত ছিলেন।

খ. প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষাঃ

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমগুলোর মধ্যে প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা অন্যতম। এ দফার আওতায় বিদেশে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদী উচ্চশিক্ষার কিছু সংস্থান ছিল। এগুলো হলো ১ জনের পিএইচডি, ১ ৪ জনের মাষ্টার্স, ৩ জনের ডি প্লোমা এবং ১২৬ জনের স্বল্প মেয়াদী কোর্স, ৫০ জনের পরিদর্শন/শিক্ষা সফর ইত্যাদি। এ খাতে ডিপিপিতে মোট ১০০ ৭.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে স্ব ল্প মেয়াদী কোর্সে ৩ জন অংশগ্রহণ না করায় এ খাতে ১৫.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়নি। অবশিষ্ট সব অর্থ ডিপিপির সংস্থানকৃত কর্মকর্তার অনুকূলে বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় করা হয়েছে।

গ. লোকাল ট্রে **নিং**

বিপিএটিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য লোকাল ট্রেনিং নামে অন্য একটি কার্যক্রম ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ খাতে প্রকল্পে ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৫৬.২৯ লক্ষ টাকা। এ দফায় প্রকল্পের আওতায় দেশে বিপিএটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে এমফিল (১ জন), পিএইচডি (১জন) কোর্স সম্পন্ন করেছে।

ঘ. গবেষণা ব্যয় ও প্রকাশনাঃ

প্রকল্পের আওতায় বিপিএটিসি 'র ফ্যাকা ল্টি মেম্বারগণ কর্তৃক পরিচালিত public administrstion, development administration, poverty reduction, disaster management, environment management, gender and development ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করার সংস্থান প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ খাতে ১২টি গবেষণা পরিচালনা খাতে ৪৪.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

ঙ. **অন্যান্যঃ**

এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য কতিপয় কার্যক্রম যেমন, feed back সেমিনার/ওয়ার্কশপ, কম্পিউটার ও অন্যান্য আসবাবপত্র সংগ্রহ, শিশুদের উন্নয়ন সেন্টার ইত্যাদি ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সে অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৩.৩ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং বাস্তবায়ন শেষে মোট ৭ অর্থবছরের মধ্যে ১ম ৫ অর্থবছরে এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা হ য়েছে। কিন্তু ২০০৮-০৯ অর্থবছর এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে এখনও মোট ০৪ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়নি মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জানানো হয় যে, এ আপত্তিগুলো নিষ্পত্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং অতি শীঘ্রই তা নিস্পত্তি হয়ে যাবে বলে এ প্র তিষ্ঠানের এমডিএস (প্রজেক্ট) জানান। আলোচনার সময় এটি দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে নিবিড় তদারকি অব্যাহত রাখার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
১. রুপকল্প ২০২১ অর্জনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন;	১. আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের বিভিন্নভাবে দক্ষতা উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বৈদেশিক এক্সপোজার ভিজিটের মাধ্যমে কর্মকর্তারা গ্লোবাল এক্সপেরিয়েন্স এবং সর্বাধুনিক জ্ঞানার্জন করেছে যা নাগরিকদের উন্নত সেবা প্রদানের জন্য আবশ্যক।
২. সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিপিএটিসি -এর সকল অনুষদ সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ক্যাবিনেট ডিভিশন, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ) সার্বিক সামর্থ্য ও দক্ষতার বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন;	২. সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত বিপিএটিসি'র মোট ১২৬ জন কর্মকর্তা এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ক্যাবিনেট ডিভিশন, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভা গের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সার্বিক সামর্থ্য ও দক্ষতার বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের কথা উল্লেখ থাকলেও বেশিরভাগ কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ক্যাবিনেট ডিভিশন, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভা গের প্রতিনিধির অংশগ্রহণের হার খুবই নগন্য পরিলক্ষিত হয়।
৩. জনপ্রশাসন, উন্নয়ন প্রশাসন, নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট, টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট , তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র বিমোচন কৌশল প্রভৃতি সমসাময়িক গু রুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর গবেষণা পরিচালনা;	৩. বিপিএটিসি'র অনুষদ সদস্যবৃন্দ কর্তৃক মোট ১২ টি রিসার্চ পেপার সম্পন্ন করা হয়েছে। জনপ্রশাসন, উন্নয়ন প্রশাসন, নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট , টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র বিমোচন কৌশল প্রভৃতি সমসাময়িক গু রুত্বপূর্ণ বিষয়ের উ পর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
৪. বিপিএটিসি'র কোর কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অনুষদ সদস্যবৃন্দ কে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জনপ্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত করানো;	৪. এ প্রকল্পের আওতায় বিপিএটিসি'র কোর কোর্সে (এফটিসি, এসিএডি এবং এসএসসি) অংশগ্রহণকারী মোট ২,৪৫০ জন কর্মকর্তা এবং কোর্স ম্যানেজমেন্টের সদস্যবৃন্দ বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। আলোচ্য প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী রা মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, চীন, জাপান, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামের মত বিভিন্ন উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছেন।

৫. বিপিএটিসি'র আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সকে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে পরিণত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সেমিনার , ওয়ার্কশপ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;	৫. বিপিএটিসি'র আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সকে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে পরিণত করার ল ক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সেমিনার , ওয়ার্কশপ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে/হচ্ছে।
৬. লোক-প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত সেন্টারসহ অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা।	৬. টিকিউএম প্রকল্প, বিয়াম, পিএসিসি এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশে স্থাপিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান যেমনঃ Mahidol University of Thailand, Rome Business School of Italy, Management Development Institute of Singapore এর সঙ্গে যোগাযোগ/সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে যা প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং আন্তঃ সম্পর্কের উন্নতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

১৫। <u>কাজ অসাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ</u>

প্রকল্পের আওতায় সমুদয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে মর্মে পিসিআর হতে জানা যায়।

১৬। <u>সমস্যাঃ</u>

১৬.১ সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিপিএটিসি -এর সকল অনুষদ সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ক্যাবিনেট ডিভিশন, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ) সার্বিক সামর্থ্য ও দক্ষতার বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন করা প্রকল্পের উদ্দেশ্যে-২ এ বর্ণিত থাকলেও বেশিরভাগ কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ক্যাবিনেট ডিভিশন, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধির অংশগ্রহণের হার খুবই নগণ্য পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে প্রকল্পের এ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

১৬.২ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম হিসেবে Foundation Training Course (FTC), Advanced Course on Administration and Development (ACAD) এবং Senior Staff Course (SSC) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কিন্তু এসব কোর্সের মধ্যে শুধুমাত্র এফটিসি তে সব ক্যাডারের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে র সুযোগ থাকলেও অন্য ২ টি কোর্সে (এসিএডি এবং এসএস সি) সে সুযোগ না থাকায় তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি/উন্নয়ন সে হারে হচ্ছেনা। অথচ এ দুটি বৈদেশিক প্রশিক্ষণে মোট ৩৭৪৫.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ব্যয়ের ৭৭.৬৮%। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য (উদ্দেশ্য-১) যথাযথভাবে অর্জিত হচ্ছেনা মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে।

১৬.৩ এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ এবং উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দকে প্রশিক্ষণ এবং উচ্চ শিক্ষা শেষে যে বিষয়ে কর্মদক্ষতা অর্জন করেন পরবর্তীতে তাদেরকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণ এবং উচ্চ শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত কর্মস্থলে পদায়ন করা হয়না। ফলে তাদের পক্ষে প্রশিক্ষণ /উচ্চ শিক্ষা হতে লব্ধ জ্ঞান নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব হয়না এবং অনেক ক্ষেত্রে এর সুফল প্রাপ্তি থেকে দেশ ও জাতি বঞ্চিত হয়।

১৬.৪ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালীন সময়ে (০৬ বছর ০৮ মাসে) প্রকল্প পরিচালক হিসেবে মোট ৬ জন কর্মকর্তা পূর্ণ কালীন সময়ের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। তবে এদের বেশিরভাগই (০৬ জনের মধ্যে ০৫ জন) কম সময়ের জন্য প্রকল্প

পরিচালক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। এভাবেপ্রকল্প পরিচালকের ঘন ঘন বদলীজনিত কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয় এবং নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

১৬.৫ প্রকল্পের অধীনে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের সংস্কার ও মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং কিছু আনুষঙ্গিক ক্রয় কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এ কেন্দ্রের জন্য যে কক্ষটি বরাদ্দ রা খা হয়েছে তা নিচতলায় হওয়ার কারণে কক্ষটি স্যাঁতস্যাতে পরিলক্ষিত হয় এবং এক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী আসবাবপত্রের সংস্থানও ডিপিপিতে রাখা হয়নি মর্মে পরিলক্ষিত হয়।

১৬.৬ প্রকল্প সমাপ্তির ২ বছর ৫ মাস অতিক্রান্ত হলেও এক্সটার্নাল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি যা কাম্য হতে পারে না।

??? ????????

১৭.১ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের উন্নয়নের লক্ষ্যে এ ধরনের প্রকল্প বাসত্মবায়নের আবশ্যকতা রয়েছে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বা জনপ্রশাসন বলতে শুধুমাত্র একটি বা সীমিত সংখ্যক ক্যাডারকে বুঝায়না উপ রোক্ত সরকারের সকল ক্যাডারের সমষ্টিগত কর্মকর্তা কে বুঝায় যাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। তাই প্রকল্পে র মাধ্যমে কর্তকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ -সকল ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য যৌক্তিক সমতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করে ভবিষ্যত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বিশেষ করে এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশাসন ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিভিল সার্ভিসের সংশ্লিষ্ট ক্যাডারদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (অনু ১৬.১);

১৭.২ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে প্রতিফলনের নিমিত্ত ভবিষ্যতে বিপিএটিসি'র বিশেষায়িত কোর্সের এসিএডি এবং এসএসসি কোর্সে স ব ক্যাডারের কর্মকর্তদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে (অনু ১৬.২);

১৭.৩ প্রশিক্ষণ /উচ্চশিক্ষা হতে লব্ধ জ্ঞান নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যবহারের লক্ষ্যে এবং দেশ ও জাতি কে এর থেকে সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ এবং উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দকে প্রশিক্ষণ এবং উচ্চশিক্ষা শেষে যে বিষয়ে কর্মদক্ষতা অর্জন করেন পরবর্তীতে তাদেরকে প্রশিক্ষণ এবং উচ্চ শি ক্ষার সাথে সম্পর্কিত কর্মস্থলে পদায়ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে (অনু ১৬.৩);

১৭.৪ প্রকল্পটি মোট ৬ বছর ৮ মাস মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প মেয়াদে ৬ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যা কাম্য নয়। ভবিষ্যতে প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকের ঘন ঘন বদলী যতদূর সম্ভব পরিহার করতে হবে (অনু ১৬.৪);

১৭.৫ ভবিষ্যতে প্রশিক্ষনে বিশেষ করে ফাউন্ডেশন ট্রেনিং কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সব ধরনের সুযোগ - সুবিধা সম্বলিত শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে প্রশিক্ষণা র্থীরা নির্বিঘ্নে ও স্বাচ্ছন্দ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন (অনু ১৬.৫);

১৭.৬ প্রকল্পের অর্থের সদ্ব্যবহার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে ইন্টারনাল এবং বাস্তবায়ন শেষে এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা আবশ্যক। এছাড়া অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করে আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে (অনু ১৬.৬); এবং

১৭.৭ সুপারিশ অনুচ্ছেদ ১৭.১-১৭.৬ এর আলোকে পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)-কে যথাশীঘ্র অবহিত করতে হবে।

"Digitalization of Bangladesh Public Adiministration Training Centre (DBPATC)(Revised)" **শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্তঃ জুন **২০১৫** খ্রিঃ)

১.	প্রকল্পের নাম	:	"Digitalization of Bangladesh Public Adiministration Training Centre (DBPATC) (Revised)"
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ	:	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ।
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার (বিপিএটিসি)।
৪.	প্রকল্পের অবস্থান	:	বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার (বিপিএটিসি) , সাভার, ঢাকা এবং ০৪ টি বিভাগীয় সদর দপ্তরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) অবস্থিত আরপিএটিসি।
৫.	প্রকল্পের অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ।
৬.	প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:	

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১১৪৬.০০ লক্ষ টাকা	১২৬০.০০ লক্ষ টাকা	১১৩০.৪৫ লক্ষ টাকা	অক্টোবর ২০১২ হতে জুন ২০১৫	অক্টোবর ২০০২ হতে জুন ২০১৫	অক্টোবর ২০০২ হতে জুন ২০১৫	১১৪.০০ লক্ষ টাকা (৯.৯৪%)	-

৭. সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক গ্লোবাল ভিলেজ এর যুগে তথ্যকে একটি শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। হার্ডওয়্যার ও সফট্ ওয়্যার সমেত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতাকে বর্তমান যোগ্যতার সর্বোচ্চ মাপকাঠি হিসেবে পরিগণিত করা হয়। বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সরকারি কর্মকর্তাগণের মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণদানে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রতিষ্ঠানটি তার অনুষদবর্গ, সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, বিদ্যমান অবকাঠামো ও আইসিটি সুবিধাসমূহকে আরও উন্নত করে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের অঙ্গনে প্রবেশ করতে সচেষ্ট। অতীতে "বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় 'লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন' প্রশস্ত কম্পিউটার ল্যাব , ইন্টারনেট সুবিধা, ওয়েবসাইটের সূচনা, অনুষদবর্গের জন্য পিসি, অপারেটিং সফটওয়্যার স্থাপন প্রভৃতির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে বর্তমানে তা অত্যন্ত অপ্রতুল। বিপিএটিসিকে আইসিটি বিষয়ে আরও বহুদূর এগিয়ে নিতে

এ বিষয়ে দক্ষ জনবল, গবেষণাকর্মী এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োজন। বিপিএটিসি এর সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে একে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে এ প্রতিষ্ঠানে আইসিটি এর ব্যাপক প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি প্রনয়ন করা হয়েছে।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) সাধারণ উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিপিএটিসি'র সার্বিক কর্মকান্ডে আইসিটি 'র সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানকে জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

(খ) সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

(ক) বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) এর অফিস এবং ডরমিটরিগুলোতে Wi-Fi সহ ইন্টরনেট সুবিধা স্থাপন করা;

(খ) প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্থানীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

(গ) আইটি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা;

(ঘ) চারটি আরপিএটিসিতে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের জন্য ০৪ টি সার্ভার কম্পিউটার, ০৪ টি ল্যাপটপ কম্পিউটার এবং ১২০ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার এ অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;

(ঙ) বিপিএটিসি'র ৩, ৪ ও ৫ নং ডরমিটরিতে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের জন্য ৫৫ টি কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি স্থাপন;

(চ) বিপিএটিসি'র বিদ্যমান কম্পিউটার ল্যাবকে অটোমেশন ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ১১ টি ল্যাপটপ, ১৪০ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;

(ছ) ১৯৫ টি কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল সংগ্রহ করা;

(জ) দক্ষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিভিন্ন সিস্টেম ও এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সংগ্রহ করা;

(ঝ) ভিডিও কনফারেন্সিং এবং লাইভ মনিটরিং সিস্টেম সংগ্রহ ও স্থাপন;

(ঞ) একটি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব স্থাপন;

(ট) কম্পিউটার ল্যাবের জন্য পিএ সিষ্টেম সংগ্রহ এবং স্থাপন;

(ঠ) লাইব্রেরির জন্য ১ টি ইলেট্রিক্যাল কার্ড রিডার এবং আসবাবপত্র সংগ্রহ; এবং

(ড) কম্পিউটার ল্যাবের জন্য ৯ টি এয়ার কন্ডিশনার সংগ্রহ;

৮. প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১১৪৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর ২০১২ হতে জুন ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৮/০১/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় ১১৪.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে প্রকল্পের সংশোধিত প্রস্তাব গত ২০/০৫/২০১৪ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুরু	শেষ
১	জনাব নুরুদ্দিন আহমেদ, এমডিএস (আর এন্ড সি)	২৭/০২/২০১৩	২৯/০৮/২০১৩
২	জনাব মাহমুদুল হাসান, এমডিএস (পিএন্ডএস) ,অতিরিক্ত সচিব	১২/০৯/২০১৩	প্রকল্প মেয়াদ সমাপ্তি পর্যন্ত

১০. প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

ক. কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং - ৬৬৬,৭৩ লক্ষ টাকা ;
খ. সফটওয়্যার - ১০৪.০০ লক্ষ টাকা ;
গ. প্রশিক্ষণ প্রদান - ৫৩.০০ লক্ষ টাকা ; এবং
ঘ. অফিস আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ - ২৯৪.৮২ লক্ষ টাকা

১১. বছরভিত্তিক এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অঙ্গভিত্তিক বরাদ্দ এবং প্রকৃত অগ্রগতির তথ্যঃ

১১.১ বছরভিত্তিক এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ এবং প্রকৃত অগ্রগতির তথ্যঃ

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
২০১২-১৩	১০.০০	১%	৯.৯৫	১%	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে রিসার্চ প্রপোজালের বিপরীতে ছাড়কৃত মোট ১৩.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় এ খাতের অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করা হয়।
২০১৩-১৪	৫০০.০০	৪৩%	৪৮৭.৬৮	৪০.৪০%	
২০১৪-১৫	৬৬০.০০	৫৬%	৬৪৬.০৭	৫৫.২১%	
		মোটঃ	১১৩০.৪৫	৯৬.৬১%	

১১.২ **অঙ্গভিত্তিক বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বরাদ্দ, বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের বিবরণ	আরডিপিপি অনুযায়ী		প্রকৃত অগ্রগতি		পার্থক্য (+/-)
		বাস্তব	প্রাক্কলিত ব্যয়	বাস্তব	অগ্রগতি	
১.	প্রকল্প জনবল	থোক	৫.০০	০৮ জন	২.৮৪	(-)০.১৬
২.	প্রকল্প অফিস ব্যয়	থোক	৩৭.০০	থোক	৩০.৩৭	(-)৬.৬৩
৩.	গবেষণা	১০০ জন	২৫.০০	-	-	(-)২৫.০০
৪.	প্রশিক্ষণ	থোক	৫৩.০০	১০০ জন	৫২.৪৬	(-)০.৫৪
৫.	সভা এবং কর্মশালা	থোক	১০.০০	৩ টি ও ৭ টি	৯.৯৩	(-)০.০৭
		উপমোট	১৩০.০০		৯৫.৬০	(-)৩৪.৪০
৬.	পূর্ত কাজ	৩ টি ল্যাব	১৫.০০	৩ টি ল্যাব	১৩.৮৬	(-)১.১৪
৭.	ডিজিটাল ক্যামেরা	১ টি	৩.০০	১ টি	২.৯৫	(-)০.০৫
৮.	যন্ত্রপাতি	৩৩৭ টি	২২৪.৯৪	৩৪৭ টি	২০১.২০	(-)২৩.৭৪
৯.	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	১৬১৩ টি	৬৬৬.৭৩	৬৬.৭০	৬৫৮.০৭	(-)৮.৬৬
১০.	সফটওয়্যার	৪১৯ টি	১০৪.৩০	৪৯২ টি	৭৭.৮৯	(-)২৬.৪১
১১.	দপ্তরের আসবাবপত্র	১০৭১ টি	৫০.৩৮	৫৪২ টি	৩৩.৩৭	(-)২৬.৪১
১২.	এয়ার কুলার	৯ টি	১৬.৫০	৯ টি	১৩.২২	(-)৩.২৮
১৩.	অন্যান্য	থোক	৩৮.৫৫	থোক	৩৪.২৯	(-)৪.২৬
		উপমোট	১১১৯.৪০	-	১০৩৪.৮৫	(-)৮৪.৫৫
১৫.	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক	**৩.৬০**	-	-	(-)৩.৬০
১৬.	প্রাইজ কন্টিনজেন্সি	থোক	৭.০০	-	-	(-)৭.০০
		সর্বমোট	১২৬০.০০	-	১১৩০.৪৫	(-)১২৯.৫৫

১২. কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ

প্রকল্পের আওতায় 'পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আইসিটি 'র প্রয়োগ'- এর ওপর গবেষণা কার্যক্রম খাতে সংস্থানকৃত ২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়নি এবং এ অংগটি বাস্তবায়ন করা হয়নি। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এ খাতের বিপরীতে ছাড়কৃত মোট ১৩.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় এ খাতের অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করা হয়। এছাড়া বিপিএটিসি'র লাইব্রেরির জন্য ০১(এক)টি ইলেট্রিক্যাল কার্ড রিডার সংগ্রহের সংস্থান ছিল যা লাইব্রেরি অটোমেশন কাজের সাব কম্পোনেন্ট হিসেবে অনুমোদিত ছিল কিন্তু এ আইটেমটি ডিপিপি 'র অন্যান্য কম্পোনেন্টের সাথে সামঞ্জস্য ছিলনা বিধায় তা বাদ দেয়া হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ্য,এডিপি/আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ছাড়কৃত অর্থের অব্যয়িত অংশ যথাযথ নিয়মে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে মর্মে জানা যায়।

১৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
১. বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) এর অফিস এবং ডরমিটরিগুলোতে Wi-Fi সহ ইন্টরনেট সুবিধা স্থাপন করা;	১. বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) এর অফিস এবং ডরমিটরিগুলোতে ইন্টারনেট (LAN ও Wi-Fi) সুবিধা স্থাপন করা হয়েছে;
২. প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্থানীয় প্রশিক্ষনের আয়োজন করা এবং আইটি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা;	২. প্রতিষ্ঠানের মোট ৫৭১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য স্থানীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে এবং আইটি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে ১০ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন;
৩. চারটি আরপিএটিসিতে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের জন্য ০৪ টি সার্ভার কম্পিউটার, ০৪ টি ল্যাপটপ কম্পিউটার এবং ১২০ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার এ অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;	৩. চারটি আরপিএটিসিতে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের জন্য ০৪ টি সার্ভার, ০৪ টি ল্যাপটপ এবং ১২০ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার এ অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে ;
৪. বিপিএটিসি'র ৩, ৪ ও ৫ নং ডরমিটরিতে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের জন্য ৫৫ টি কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি স্থাপন;	৪. বিপিএটিসি'র ৩, ৪ ও ৫ নং ডরমিটরিতে মিনি কম্পিউটার ল্যাবের জন্য ৫৫ টি কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে;
৫. বিপিএটিসি'র বিদ্যমান কম্পিউটার ল্যাবকে অটোমেশন ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ১১ টি ল্যাপটপ, ১৪০ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা, ১৯৫ টি কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল সংগ্রহ করা; কম্পিউটার ল্যাবের জন্য পিএ সিষ্টেম সংগ্রহ এবং স্থাপন এবং ৯ টি এয়ার কন্ডিশনার সংগ্রহ;	৫. বিপিএটিসি'র বিদ্যমান কম্পিউটার ল্যাবকে অটোমেশন ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ১৫ টি ল্যাপটপ, ১৪০ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, ২০১ টি কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল, কম্পিউটার ল্যাবের জন্য ০৬ টি পিএ সিষ্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং ৯ টি এয়ার কন্ডিশনার সংগ্রহ করা হয়েছে;
৬. একটি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব স্থাপন;	৬. একটি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে;
৭. দক্ষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিভিন্ন সিস্টেম সফটওয়্যার ও এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সংগ্রহ করা;	৭. দক্ষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিভিন্ন সিস্টেম সফটওয়্যার ও এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সংগ্রহ করা হয়েছে;
৮. বিপিএটিসি ও আরপিএটিসিতে ভিডিও কনফারেন্সিং এবং লাইভ মনিটরিং সিস্টেম সংগ্রহ এবং স্থাপন; এবং	৮. বিপিএটিসি ও আরপিএটিসিতে ০৫ টি ভিডিও কনফারেন্সিং এবং ১০ টি লাইভ মনিটরিং সিস্টেম (সিসিটিভি) সংগ্রহ এবং স্থাপন করা হয়েছে ; এবং
৯. লাইব্রেরির জন্য ১ টি ইলেট্রিক্যাল কার্ড রিডার এবং আসবাবপত্র সংগ্রহ।	৯. প্রয়োজন হয়নি বিধায় লাইব্রেরির জন্য ইলেট্রিক্যাল কার্ড রিডার সংগ্রহ করা হয়নি এবং ১০৮ টি আসবাবপত্র সংগ্রহ

	করা হয়েছে।

১৪. **উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ**প্রযোজ্য নয়।

১৫. প্রকল্প পরিদর্শনঃ

এ বিভাগের সহকারী পরিচালক (যুব-১) কর্তৃক গত ১৮.০১.২০১৭ ইং তারিখে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন কেন্দ্র (বিপিএটিসি) সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালীন সময়ে বিপিএটিসি 'র উপ পরিচালক (অপারেশন) এবং প্রকল্পের প্রাক্তন উপ প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্পের পরিদর্শন বিবরণী দেয়া হল।

১৫.১ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের মধ্যে বিপিএটিসি 'র লাইব্রেরি অটোমেশন কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা পরিদর্শন করা হয়। আরডিপিপিতে লাইব্রেরি অটোমেশন কাজে হার্ডওয়্যার হিসেবে সার্ভার -০১ টি, ডেস্কটপ -১০টি, লেজার প্রিন্টার-২টি,স্ক্যানার-২টি,অনলাইন ইউপিএস-১ টি, এয়ার কুলার ৩ টি, বিপিএটিসি'র জন্য ইলেকট্রিক্যাল কার্ড রিডার -১ টি এবং সফটওয়্যার হিসেবে লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এবং কনভার্টিং সফটওয়্যার কাজ ছিল। এছাড়া স্ক্যানিং ও কিছু কনভার্টিং (কিছু নির্বাচিত বই, নির্বাচিত জার্নাল, নির্বাচিত পৃষ্ঠা, ডিজিটাইজেশন অব ক্যাটালগ ই-বুকস ও ই-জার্নাল) এর কাজও ছিল। আর লাইব্রেরির জন্য ৬৫৪ টি আসবাবপত্র ক্রয়ের সংস্থানের মধ্যে ১০৮ টি সংগ্রহ করা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে বাজেট প্রভিশান এবং অগ্রাধিকার বিবেচনা করা হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ থাকলেও এ খাতে মোট ১৭.০১ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থেকে যায়। অথচ প্রকল্পটি সমাপ্তির প্রায় ০১ (এক) বছর পূর্বে প্রকল্প ব্যয় ১১৪.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে (৯.৯৪%) সংশোধন করা হয়েছিল। কিন্তু অব্যয়িত থাকে প্রায় ১৩০.০০ লক্ষ টাকা। ঐ সময় এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া গেলে প্রকল্পের আওতায় অসমাপ্ত কাজও থাকত না এবং প্রাক্কলনও মোটামুটি যথার্থ হত।

১৫.২ আইসিটি বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রকল্পে বৈদেশিক শিক্ষা সফরের পরিবর্তে বৈদেশিক কারিগরি প্রশিক্ষণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিপিএটিসি 'র মোট ১০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারির সমন্বয়ে টিম গঠিত হয়। কিন্তু বর্তমানে ০৩ (তিন)জন এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।প্রকল্পটির মাধ্যমে ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী মনিটরিং ও রক্ষনাবেক্ষণ কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিধায় এ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় জনবল না থাকলে তা পরবর্তীতে সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

১৫.৩ প্রকল্পে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব স্থাপনের উল্লেখ থাকলেও আসলে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবের বর্ধিতকরণ করা হয়েছে। আগে এ ল্যাবে ৪৮ জনের সংস্থান ছিল। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় আরও ১৬ জনের বাড়তি সংস্থান করে মোট ৬৪ জন করা হয়েছে যার মাধ্যমে এক সেকশনের সবাইকে নিয়ে সেশন পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

১৬. সমস্যাঃ

১৬.১ প্রকল্প কালীন সময়ে পূর্ণ মেয়াদে কোন জনবল নিয়োজিত ছিল না। উপরোক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজে নিযুক্ত ০৮ জন (প্রকল্প পরিচালক ও উপ প্রকল্প পরিচালক সহ) জনবলের সবাই নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে তাদের জন্য নিয়মিত কাজের বাইরে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের সংস্থান করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল।

১৬.২ কারিগরি বিষয়ভিত্তিক আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন পার্সোনেলদের মতামত/পরামর্শের ভিত্তিতে প্রকল্প প্রনয়ণ করা হয়নি। প্রকল্পের অংগ নির্বাচন ও প্রাক্কলন যুগোপযোগী ও যৌক্তিক হয়নি বলে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং প্রকল্পের ব্যয় প্রায় ১১৪.০০ লক্ষ টাকা (৯.৯৪%) বৃদ্ধিপূর্বক প্রথমবার সংশোধন করা হয়।

১৬.৩ প্রকল্পে নিয়োজিত জনবলের মধ্যে প্রোগ্রামার ছাড়া কেউই আইসিটি ব্যাকগ্রাউন্ডের ন য়। ফলে সম্পূর্ণ আইসিটি বেইজড এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্প পরিচালকের বদলীর কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়।

১৬.৪ প্রকল্প প্রনয়ণের পূর্বে প্রকল্পের গ্রহণের উদ্দেশ্য সুনির্দ্দিষ্ট করে তা অর্জনের জন্য প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিতব্য কার্যক্রম ও প্রাক্কলন যাচাই বাছাই করা হয়। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি জাতীয় কার্যক্রম সম্পাদনের প্রতি জোর দেয়া হয়। কিন্তু এ প্রকল্পে এ জাতীয় কিছু করা হয়নি এবং প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত ১৩.২৫ লক্ষ

টাকার গবেষণাধর্মী কার্যক্রম এবং ২০.০০ লক্ষ টাকার লাইব্রেরির জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কার্ড সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১৬.৫ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হল বিপিএটিসি এবং আরপিএটিসি'র প্রশাসনিক এবং প্রশিক্ষণ বলয়ে আইটি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপকরণ সংগ্রহ। অথচ এসব উপকরণ সংগ্রহের লক্ষ্যে টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ও টেন্ডার ডকুমেন্টস প্রস্তুতে বিলম্ব ও সমস্যা চিহ্নিত হয়।

১৬.৬ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রকল্প এলাকায় না থাকার (অন্যত্র বদলির বা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত না থাকার) কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অবস্থান সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও প্রাপ্তিতে সমস্যা হয়। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করবেন এবং তা যথাযথ জায়গায় হেফাজত করবেন যাতে করে পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত কোন সমস্যা/বিভান্তি সৃষ্টি না হয়।

১৬.৭ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পর্যায়ে বা বাস্তবায়ন শেষে কোন ইন্টারনাল/এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়নি মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে যা কাম্য নয়।

?? ????????

১৭.১ প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং এবং সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রকল্পে পূর্ণ মেয়াদে জনবলের (বিশেষ করে প্রকল্প পরিচালক এবং উপ/সহকারী প্রকল্প পরিচালক) সংস্থান রাখা আবশ্যক । এছাড়া এ জাতীয় প্রকল্পে দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করে বাস্তবায়নকালীন সময়ের জন্য নিয়োগ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালকের বদলী যতদূর সম্ভব পরিহার করতে হবে (অনু ১৬.১ ও ১৬.২)।

১৭.২ কারিগরি বিষয়ভিত্তিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন পার্সোনেলদের মতামত/পরামর্শের ভিত্তিতে প্রকল্প প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী। এ প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য সুনির্দ্দিষ্ট করে তা অর্জনের জন্য প্রকল্পের আওতায় ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদন করা যেতে পারে। ফলে প্রকল্পে যুগোপযোগী অংগ/কার্যক্রম নির্বাচন ও যৌক্তিক প্রাক্কলনের মাধ্যমে নির্ধারিত মেয়াদে যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হবে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। এতে দ্রুততম সময়ে প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত অর্থের উপযোগিতা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।

১৭.৩ প্রকল্প প্রনয়ণের পূর্বে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিতব্য কার্যক্রম ও প্রাক্কলন যাচাই বাছাই করা হয়। কিন্তু এ প্রকল্পে এ জাতীয় কিছু করা হয়নি এবং প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত ১৩.২৫ লক্ষ টাকার গবেষণাধর্মী কার্যক্রম এবং ২০.০০ লক্ষ টাকার লাইব্রেরির জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কার্ড সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১৭.৪ সরকারের 'ভিশন -২০২১' বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে শুধুমাত্র বিপিএটিসি এবং আরপিএটিসি 'র প্রশাসনিক এবং প্রশিক্ষণ বলয়ে সংশ্লিষ্ট উপকরণ সংগ্রহের মাধ্যমে আইটি সুবিধাদি সৃষ্টি করা হয়েছে যার মাধ্যমে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদেরকে কর্মদক্ষ এবং তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ জনসেবক হিসেবে গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি এ প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগানোর জন্য এবং পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি প্রসেসে আইসিটির ব্যবহার ও প্রয়োগের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (অবকাঠামো, সংশ্লিষ্ট জনবল এবং সুবিধাদি সৃষ্টি) নিশ্চিত করতে হবে এবং লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে ফিডব্যাক গ্রহণের পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৭.৫ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রকল্প সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় তথ্য যথাযথভাবে সংগ্রহ/সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত জিওবি অর্থের সদ্ব্যবহার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে ইন্টারনাল এবং বাস্তবায়ন শেষে এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা আবশ্যক।